তারিখ .. 09 SEP 2007 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬ ....

যুগান্তর

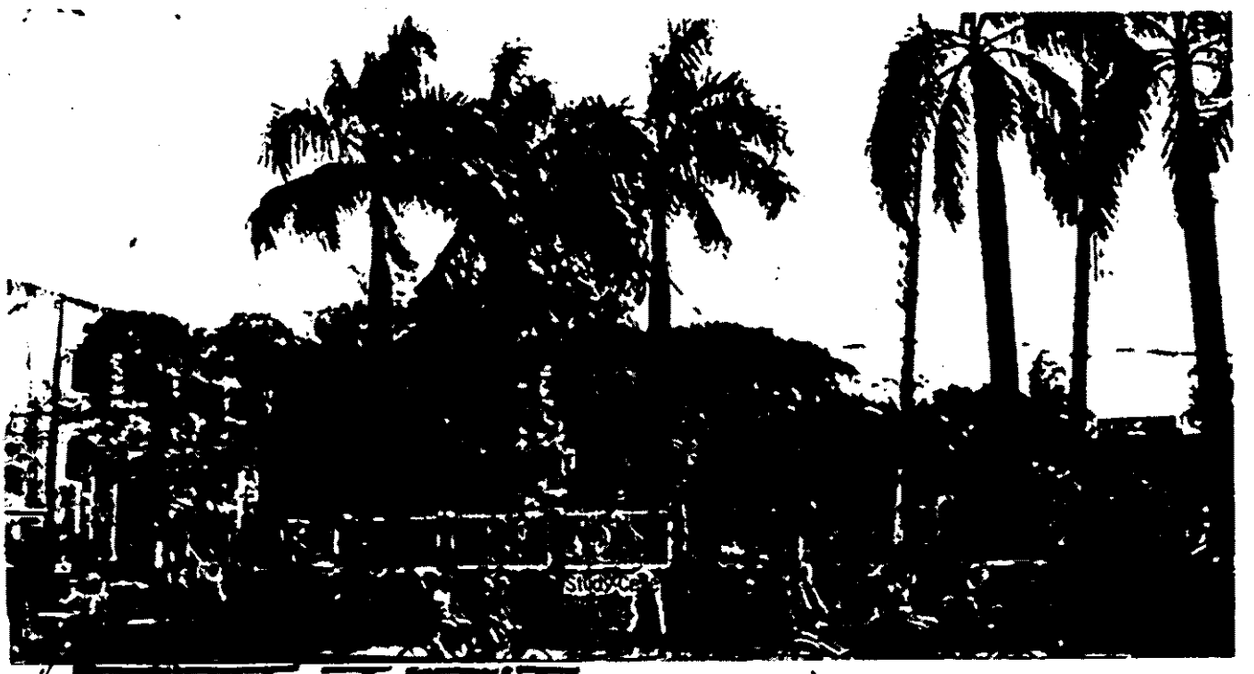

ঢাকা কলেজ
১৭২ বছরের গৌরব নিয়ে...

মশিউর রহমান মিজান

ঢাকা নয়, বাংলাদেশের প্রথম কলেজ ঢাকা কলেজ। এই কলেজ থেকেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি। ১৭২ বছরের প্রাচীন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ এটি। ধানমণ্ডি থানার অন্তর্গত মিরপুর রোডে ১৮.৫৭ একর জমির ওপর কোলাহলমুক্ত এক নৈসর্গিক পরিবেশে ঢাকা কলেজ অবস্থিত। কলেজের সামনে ১টি ছোট মাঠ, দক্ষিণ কোণে শহীদ মিনার এবং পেছনে বড় পুকুর।

ইতিহাস : ১৮৩৫ সালের ১৫ জুলাই সদর ঘাটের কাছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কুঠিতে যাত্রা শুরু এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। তখন এর নাম ছিল ঢাকা গভর্নমেন্ট স্কুল। ১৮৪১ সালে ঢাকা গভর্নমেন্ট স্কুলটিকে আঞ্চলিক উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। তখন এর নাম হয় ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ সংক্ষেপে ঢাকা কলেজ। ১৯৪১ সালে কলেজের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার পর এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৮৪৬ সালে কাজ শেষ হলে প্রথম ব্যাচে ছাত্রদের মধ্যে মুসলমান, হিন্দু, আর্মেনিয়া এবং পর্তুগিজ ছাত্র ছিল।

যারা ছাত্র ছিলেন : ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইউম, নবাব আবদুল গনি, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর বসু, জগদীশ চন্দ্র বসু, বুদ্ধদেব বসু, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, সাংবাদিক শেখ শহীদুল ইসলাম, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, রাজনীতিবিদ রাশেদ খান মেনন, জিল্লুর রহমান, ড. ওসমান গনি, ড. একেএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, সৈয়দ নাজমউদ্দিন হাশেমী, এজেডএম এনায়েত উল্লাহ, কাজী মোঃ মঞ্জুর-ই-মওলা, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শামসুর রাহমানসহ অনেক গুণীজন।

সমস্যা ও সময়ের দাবি : রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে সুন্দর পরিবেশে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা কলেজ নানান সমস্যায় জর্জরিত। প্রধান কারণগুলো হল– শিক্ষক স্বল্পতা। অনেক বিষয়ে অতিথি শিক্ষকরা এসে ক্লাস নিয়ে থাকেন। ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য থাকায় শিক্ষিকারা ক্লাস ঠিকমতো না নিয়ে অলস সময় পার করেন– এভাবেই অভিযোগ করলেন ইংরেজি বিভাগের ছাত্র বহিউদ্দিন, হাসান, মিলনসহ আরও অনেকে। ক্লাসরুম কম, এ কারণে রুটিন অনুযায়ী ক্লাস নিতে পারে না। গ্যালারি ও ক্লাসরুমের নম্বর মুছে যাওয়ায় ক্লাসরুম খুঁজে পেতে কষ্ট হয় বলে উক্তি করলেন বাংলার প্রথম বর্ষের ছাত্র কাফি। টয়লেটগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী, ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় না। পানি সমস্যা প্রকট, বেসিনগুলো নষ্ট। ছাত্রদের আবাসন সংকট, ছোট ছোট ৭টি ছাত্রাবাস যেখানে ৩ হাজার ছাত্র অবস্থান করে। যানবাহন স্বল্পতা, ১৬ হাজার ছাত্রের জন্য মাত্র ৩টি বাস, ৩০ হাজার বই সংবলিত পাঠাগারের গাদাগাদিতে বিছানো পাঠকক্ষে মাত্র ৬টি টেবিল, ৩০টি চেয়ার, যা ১৬ হাজার ছাত্রের জন্য খুবই অপ্রতুল। পাঠকক্ষে টয়লেট ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নেই। পাঠাগারে ফটোস্ট্যাট মেশিন না থাকায় ছাত্ররা বই কেটে নিয়ে যায়। এতে অন্য ছাত্ররা চরম দুর্ভোগে পড়ে। এ বিষয়ে লাইব্রেরিয়ান কানিজ মৌলুদা আক্তার বলেন, 'এখন পর্যন্ত কোন ছাত্র লাইব্রেরি সম্পর্কে সমস্যা সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে আসেনি। এলে আমরা বিবেচনা করব। তবে পাঠাগারে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও ফটোস্ট্যাট মেশিন হলে ভালো হতো।'

বিষয়সমূহ : বিএ- ইংরেজি, বাংলা, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস; বিএসএস- সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান; বিএসসি-রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল; বিকম- হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা।

প্রতিভা বিকাশের অঙ্গন : এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চা ও সৃজনশীল মানসিকতা বিকাশের সহায়ক হিসেবে রয়েছে বিএনসিসি, সেনা শাখা, রোভার স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট, গণিত ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাবসহ নানা কর্মকাণ্ড। এ ছাড়াও কলেজের নিয়মিত সাহিত্য-সংস্কৃতি সপ্তাহ, বার্ষিক ক্রীড়া, আন্তঃক্রীড়া, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ফুটবল টুর্নামেন্ট, বিতর্ক উৎসব, কবিতা পাঠের আসর, শিক্ষাসফর, বার্ষিক মিলাদ, বাণী অর্চনাসহ বর্ণিল কর্মকাণ্ড নিয়মিত পালিত হয়। এ কারণে এ কলেজে ভর্তি হওয়া যেন স্বপ্ন, তাই মেধাবী ছাত্রের প্রিয় ঠিকানায় পরিণত হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ বললেন : 'ঢাকা কলেজ আমাদের নান্দনিক ও গৌরবময় শিক্ষা ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল সোপান'। তিনি আরও বলেন, 'সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (সম্মান) স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস প্রচেষ্টায় এ কলেজের ফলাফলের ঐতিহ্য রক্ষায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে।' কলেজ উপাধ্যক্ষ ড. এসএম আনোয়ার আলম খান বলেন, আমরা সব সমস্যা ও দাবি পূরণের চেষ্টা করছি। শিক্ষক শূন্যতা বিষয়ে বলেন, এটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের কোন দোষ নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষক নিয়োগ না দিলে আমরা তো জোর করে আনতে পারি না। সরকার নিয়োগ দিলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শূন্যতা দূর হবে। কলেজের আড়ে ১৮ একর জমি দখলে আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে বলেন, সবটুকু নেই, অনেকটা জমি চন্দ্রিমা সুপার মার্কেট ও নিউমার্কেট বি ব্লক উত্তর-এর দখলে আছে। এ জমি সরকার যদি দখলমুক্ত করে দেয় তাহলে কলেজের জন্য ভালো হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।